বই কেনা প্রকল্প

যেখানে অনিয়মই নিয়ম

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

সরকারের বই কেনা প্রকল্পে আবারও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ অনিয়ম চলছে প্রায় সব প্রকল্পে। শিক্ষা ভবনের আওতায় মাধ্যমিক স্কুল উন্নয়ন প্রকল্পে মুক্তিযুদ্ধের দলিলের ১৫ খন্ড কিনতে প্রকল্পের এক-তৃতীয়াংশ অর্থ চলে যাচ্ছে। নিয়ম লঙ্ঘন করে পাবলিক লাইব্রেরি বই কিনছে। মন্দির, পাঠাগার প্রকল্পে ধর্মমন্ত্রী ও তার স্ত্রী-কন্যার বই কেনা হয়েছে। কার্যত বই কেনা প্রকল্পের অর্থ হাতিয়ে নিতে জাতীয়তাবাদী লেবাসধারী কয়েকজন প্রকাশক একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্ন প্রকল্প। এ সিন্ডিকেটের সদস্যরা তাদের প্রকাশনীর সংখ্যা বাড়াতে ৪/৫টি করে সহযোগী প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে বলে অনুসন্ধানে দেখা গেছে।

এদিকে বই কেনা প্রকল্পে টেন্ডারবাজদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। প্রকাশকরা তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছেন। সৌরভ এন্টারপ্রাইজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রকাশকদের সাড়ে ৯ কোটি টাকা পাওনা এক বছর ধরে পড়ে রয়েছে।

মূলত বই কেনা প্রকল্পগুলো শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের জন্য নেয়া হয়েছিল। বর্তমান এ প্রকল্পগুলো প্রকৃত প্রকাশকদের গলায় ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকাশকরা দাবি করছেন, বই কেনা প্রকল্পে আরো স্বচ্ছতা আনা হোক। টেন্ডার প্রথা বাদ দিয়ে সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কেনা হোক বলে অনেকে দাবি করছে।

বই ক্রয় প্রকল্পে অনিয়ম যেভাবে শুরু

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে সরকারকে বই কেনার সুপারিশ করে। এ সুপারিশের আলোকে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বই কেনার উদ্যোগ নেয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৫০০ সরকারি ও বেসরকারি কলেজে বই কেনার জন্য ৩ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্পে বইয়ের তালিকা নিয়ে ওঠে দলীয়করণের অভিযোগ। ব্যাপক অনিয়মের কারণে পরবর্তীতে ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এতে বই ক্রয় প্রকল্পে কিছুটা স্বচ্ছতা আসে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বই ক্রয়ে নানা অনিয়ম, দলীয়করণ চলতে থাকে। শিশুতোষ প্রকল্পের জন্য হাঁস-মুরগি পালন, চিংড়ি চাষ, রাজনৈতিক ছড়া, নর-নারীর প্রেম, যৌনতার বইও কেনা হয়। মাদ্রাসা প্রকল্পে মওদুদীর বই কেনা হয়। সব প্রকল্পে থাকে বিএনপি, জামায়াত সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের বইয়ের একক আধিপত্য।

শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক স্কুলের লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য '৯২ সালে বই কেনার একটি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। '৯৭ সালে প্রকল্প তৈরি হয়। '৯৯ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। গত বছর প্রকল্পের অধীনে বই কেনার জন্য একটি তালিকাও প্রণীত হয়। তালিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় বই ক্রয় বন্ধ রাখা হয়। এ বছর ৩ জানুয়ারি এ প্রকল্পের অধীনে সাড়ে ৯ কোটি টাকার বই কেনার জন্য প্রকাশকদের কাছে শিক্ষা ভবন থেকে তালিকা আহ্বান করে। ৯টি বিষয়ভিত্তিক গ্রুপ করা হয়। প্রতি প্রকাশকের কাছ থেকে প্রতিটি বিষয়ে পাঁচটি বই চাওয়া হয়। বইয়ের তালিকা প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আসাহাদুর রহমানকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

জানা গেছে, এ প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের জন্য নেমেছে একটি প্রকাশনী। তার সঙ্গে রয়েছে শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন মহল। সাড়ে ৯ কোটি টাকার এ প্রকল্পের জন্য ২৩০০ সেট মুক্তিযুদ্ধের দলিল কেনা হচ্ছে। এক সেট মুক্তিযুদ্ধের দলিলের দাম ১৫ হাজার টাকা। মুক্তিযুদ্ধের দলিল কিনতে প্রকল্প থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের দলিলটির স্বত্বাধিকারী তথ্য মন্ত্রণালয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, হাক্কানী পাবলিকেশন তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ৩ হাজার সেট মুক্তিযুদ্ধের দলিল প্রকাশের অনুমোদন পায় শতকরা সাড়ে ৮ টাকা রয়্যালিটি দেবার শর্তে। বিভিন্ন সূত্র থেকে দেখা গেছে, হাক্কানী পাবলিকেশন এ কাজটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করেছে। ১৫ খন্ডের মুক্তিযুদ্ধের দলিলের দাম ধরেছে ১৫ হাজার টাকা। অনেক প্রকাশক বলছেন, বইয়ের মূল্য অস্বাভাবিক ধরা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলের দাম ছিল মাত্র ২১০০ টাকা। সম্প্রতি ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনা সমগ্র ১৮ খন্ডের দাম ধরা হয়েছে ২৩০০ টাকা ধরা হয়। অনেকে অভিযোগ করছেন, শিক্ষা ভবনের প্রকল্পের বিষয়টি মাথায় রেখে হাক্কানী পাবলিকেশন দলিলের এ চড়া মূল্য ধরেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকল্পের অধীনে তথ্য মন্ত্রণালয়কে ২৩০০ সেট বই সরবরাহের ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ মোট প্রকল্পের অর্থের এক-তৃতীয়াংশ।

জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের দলিল কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান প্রশাসন এখনো বিষয়টি জানে না। সাবেক তথ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের সময় এ প্রক্রিয়াটি এগিয়েছে। শিক্ষা ভবনের প্রকল্প পরিচালকের কাছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা খন্দকার মনিরুল ইসলাম এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে। অনেকে বলেছেন, এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি শক্তিশালী চক্র জড়িত রয়েছে।

তবে এ প্রকল্পের অধীনে ২৩০০ সেট মুক্তিযুদ্ধের দলিল ক্রয় করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকজন প্রকাশক প্রকল্প পরিচালককে চিঠি দিয়েছেন। তারা বলছেন, এই বইটির তালিকাই জমা দেয়া হয়নি। এমনকি বইটির টেন্ডার আহ্বানের সময় পুনঃমুদ্রণও হয়নি। নিয়ম ভেঙে বইটি ক্রয় করা হবে অনৈতিক কাজ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন কমিটির সদস্য ২০০০কে বলেছেন, বইয়ের তালিকা প্রকাশকরা জমা দিয়েছেন। কমিটি এখনো তালিকা চূড়ান্ত করেনি। তালিকা প্রণয়নের আগেই মুক্তিযুদ্ধের দলিল কেনা হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে। তার নির্দেশ তালিকা প্রণয়ন কমিটি মেনে নিয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিভিন্ন প্রকল্পের বই কেনার জন্য একজন প্রকাশকের কয়েকটি বই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কারণে অসাধু প্রকাশকরা নামসর্বস্ব সহযোগী প্রতিষ্ঠান করেছে। এসব সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে বইয়ের তালিকা জমা দেয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঝিনুক, কমল। গ্রন্থ কাননের বর্ণ তরু, গ্রন্থ প্রকাশ। হাসি প্রকাশনীর জাতীয়তাবাদী প্রকাশনা সংস্থা। মৌ প্রকাশের জাতীয়তাবাদী প্রকাশনী, কাকলীর নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ম্যারিন কেয়ার। সূচিপত্রের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ আ, শিশু কেন্দ্র, নতুন ধারা,

নারী চর্চা কেন্দ্র, নারী কেন্দ্র। এশিয়া পাবলিকেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান দশদিক, গ্রন্থমেলা, বইমেলা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষা ভবন, পাবলিক লাইব্রেরির প্রকল্পগুলোতে এসব প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা জমা পড়েছে।

পাবলিক লাইব্রেরির ৮০ লাখ টাকার প্রকল্পে বই কেনা নিয়েও উঠেছে অভিযোগ। পাবলিক লাইব্রেরি তাদের তালিকায় নির্ধারিত বই বিভিন্ন সংখ্যায় কিনছে। অভিযোগ রয়েছে, জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রকাশকরাই অধিক বই সরবরাহের সুযোগ পাচ্ছে। এমনকি আগামী প্রকাশনী থেকে কোনো বইয়ের তালিকা জমা না দিলেও গ্রন্থ কেন্দ্রের তালিকায় দুই বইয়ের নাম রয়েছে। মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পে ধর্মমন্ত্রী ও তার স্ত্রী-কন্যার বই কেনার হিড়িক চলছে।

হাক্কানী প্রকাশনী সূত্র জানিয়েছে, তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়ার্ক ওয়ার্ডের বিষয়টি তারা জানে না। তাদের বই তথ্য মন্ত্রণালয় কিনবে কি না তা এখন বলা হয়নি। মাধ্যমিক স্কুল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ দোলোয়ার হুসাইন খান ২০০০কে বই ক্রয় প্রকল্প প্রসঙ্গে বলেন, 'তালিকা প্রণয়ন কমিটি তালিকা প্রণয়নের কাজ করছে। তালিকা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতো ইতিমধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়কে মুক্তিযুদ্ধের দলিল কেনার অয়ার্ক ওর্ডার দেয়া হয়েছে। এটা হয়েছে সরকারের দুই মন্ত্রণালয়ের নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে।'

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক আনিস উদ্দীন মিঞা ২০০০কে বলেন, দেশের পাবলিক লাইব্রেরিতে বই কেনার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। এ কমিটি প্রকাশকদের দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞপ্তির নিয়ম মেনে তালিকা জমা কাছ থেকে বইয়ের তালিকা চায়। বিভিন্ন লাইব্রেরিগুলোতে কি বই দরকার তা জানতে চায়। পাঠকের মতামত নেয়। এরপর বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। একই প্রকাশনীর সহযোগী প্রকাশনীর তালিকা জমার দিলে আমাদের কিছুই করার থাকে না। প্রকাশনীর প্রয়োজনীয় বই থাকলে কেনার চেষ্টা করি। তিনি বলেন, 'লাইব্রেরিতে বই কেনার বিষয়ে দলীয়করণের অভিযোগ ভিত্তিহীন। দলমতের উর্ধ্বে ওঠেই বই কেনা হয়।' বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের বই অধিক সংখ্যায় ক্রয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'লাইব্রেরির প্রয়োজন অনুসারে বই কেনা হয়। এতে সংখ্যায় হেরফের হতে পারে।'

সৌরভ প্রকাশনী : প্রকাশকদের অর্থ আটকে রেখেছে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর টেন্ডার আহ্বান করলে সৌরভ এন্টারপ্রাইজ নামক একটি প্রতিষ্ঠান বই সরবরাহ করার স্বত্ব লাভ করে। সৌরভ এন্টারপ্রাইজ বিভিন্ন প্রকাশনীর কাছ থেকে বাকিতে বই সংগ্রহ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সরবরাহও করে যথা সময়ে। কথা ছিল বই সরবরাহ করার ১৫ দিনের মধ্যেই প্রকাশকদের অর্থ পরিশোধ করা হবে। সৌরভ এন্টারপ্রাইজ বই সরবরাহ করার কিছুদিনের মধ্যেই সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয়। কিন্তু প্রকৃত ভুক্তভোগী প্রকাশকরা আজও তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ হাতে পাননি।

গত বছর ১৭ মে সৌরভ এন্টারপ্রাইজ মুক্তধারা, জাগৃতি প্রকাশনী, দিব্য প্রকাশ, খান ব্রাদার্স, আহমদ পাবলিশিং হাউস, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি প্রকাশনীর কাছে চিঠি পাঠায় বই সরবরাহ করার জন্য। সৌরভ এন্টারপ্রাইজ সে বছর ৩০ মের মধ্যেই বই সরবরাহ করতে বলে। ফলে পাবলিশিং হাউসগুলো এতো অল্প সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ করতে ধার-দেনাসহ বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে বই সরবরাহ করে। কথা ছিল বই সরবরাহ করার ১৫ দিনের মধ্যেই টাকা দিয়ে দেয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর প্রকাশকরা সৌরভ এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, সৌরভ এন্টারপ্রাইজ নামক কোনো প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সৌরভ এন্টারপ্রাইজ তাদের ঢাকা অফিসের যে ফোন নাম্বার উল্লেখ করেছিল সেখানে ফোন করে জানা যায়, ইসলাম ট্রেডার্স এদের মূল প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ট্রেডার্স মূলত টেন্ডার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। ইসলাম ট্রেডার্সের মালিক কাজী সিরাজ আওয়ামী লীগের একজন সাংসদ। আমিন জুয়েলার্সও এদেরই প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ট্রেডার্স আশ্বস্ত করতে থাকে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশকদের প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দেয়া হবে। তবে বারবারই কথার বরখেলাপ করতে থাকে ইসলাম ট্রেডার্স।

'আমাকে বলা হয়েছিল বই সরবরাহ করার পরই অর্থ পরিশোধ করা হবে। তাই আমি ধার-দেনা করে বাকিতে কাগজ কিনে ১১ লাখ টাকার বই সরবরাহ করি। ভেবেছিলাম টাকা পেলেই দেনা শোধ করবো। কিন্তু ইসলাম ট্রেডার্স টাকা পরিশোধ না করায় যাদের কাছ থেকে আমি টাকা ধার নিয়েছিলাম, তাদের সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে আগের চেয়ে। আমার প্রতিষ্ঠানের সুনামও ক্ষুণ্ন হয়েছে।'- বললেন জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফয়সাল আরেফিন দীপন।

আগে একবার প্রকাশকদের কাছে ইসলাম ট্রেডার্সের মালিক কাজী সিরাজ অর্থ পরিশোধ করে চেক প্রদান করেন। তবে প্রকাশকরা অর্থ তুলতে গেলে জানতে পারেন ব্যাংকে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার ফলে চেক বাউন্স করেছেন এমপি সাহেব। সাংসদ নিজ নামে চেক দেবেন, কিন্তু ব্যাংকে টাকা থাকবে না, এটা প্রকাশকদের কাছে ছিল একেবারে অবিশ্বাস্য। যদিও তা ঘটেছে। তবে একজন প্রকাশক জানালেন, একবার চেক প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কোনো আইনি ব্যবস্থায় যেতে চেক প্রদানের পর ৬ মাস সময় অপেক্ষা করতে হয়। এ জন্যই তারা ৬ মাস শেষ হবার আগে আগে একটি চেক দেয়। কিন্তু তাদের একাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় প্রকাশকরা তুলতে পারেন না। কোনো আইনি ব্যবস্থাও নেয়া যায় না।

'এটা আমাদের ন্যায্য টাকা, আমরা পাবই। কিন্তু টাকাটা আমরা পাচ্ছি দেরিতে এবং অনেকগুলো কিস্তিতে। বই কেনার আগে কিছু টাকা অগ্রিম দেয়া হয়েছিল। ফলে টাকাটা আমাদের তেমন কাজে আসছে না। তবে আশার কথা, এমপি সাহেব তার নিজ নামে নতুন করে চেক দিয়েছেন। আশা করছি এবার টাকা পেয়ে যাবো। সব ঠিক থাকলে জুন মাসের দুই তারিখের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবার কথা।' বললেন বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও দিব্য প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মঈনুল আহসান সাবের।

বই ক্রয় প্রকল্পে প্রয়োজন স্বচ্ছতা

বই ক্রয় প্রকল্পগুলো দলীয়করণ, অস্বচ্ছতার কারণে ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে উঠছে। এসব প্রকল্পের কারণে গজিয়ে উঠছে ভুঁইফোঁড় প্রকাশনা সংস্থা। রাতারাতি বইয়ের বাইন্ডার প্রকাশক হয়ে যাচ্ছে। অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। সময় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ ২০০০কে বলেন, 'প্রকাশনা শিল্পের বিকাশের স্বার্থে বই কেনা প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছিল। এখন এগুলো প্রকাশনা শিল্পের জন্য গলার ফাঁস হয়ে পড়েছে।' তিনি আরো বলেন, প্রতিটি প্রকল্পের বই তালিকা প্রনয়ণ, ক্রয়ে আরো স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গনি ২০০০কে বলেন, 'প্রতিটি প্রকল্পে বই ক্রয়ের ব্যাপারে প্রকৃত প্রকাশকদের সঙ্গে খুবই অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। এমন প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কেনা হচ্ছে, বাস্তবে যার আস্তিত্ব নেই। গত কয়েক বছর পাবলিক লাইব্রেরি আমার সঙ্গে খুবই অন্যায় আচরণ করেছে। এ কারণে এবার আমি বইয়ের তালিকা দেইনি।' অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মিলন কান্তি নাথ ২০০০কে বলেন, 'বই প্রকল্পে স্বচ্ছতা ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রকৃত প্রকাশকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।' শ্রাবণ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী রবীন আহসান বলেন, 'বই ক্রয় প্রকল্পে অনিয়ম বন্ধ করতে হবে। টেন্ডারপ্রথা অনিয়মের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। টেন্ডারপ্রথা বাদ দিয়ে প্রকাশকদের কাছ থেকে সরাসরি বই কিনতে হবে।'

সূচীপত্রের স্বত্বাধিকারী সাঈদ বারী ২০০০কে বলেন, 'প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে ভালো বই কেনা উচিত।'

তবে তিনি কয়েকটি সহযোগী প্রকাশনী করে তালিকা জমা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মন্দিরের জন্য বই কেনা সরকারের সত্যিই প্রশংসিত উদ্যোগ। দলীয়করণ, কতিপয় লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য মহৎ এ উদ্যোগকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে হবে। বই ক্রয় প্রকল্পগুলো আগামীতে যাতে স্বচ্ছ হয়, তার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। লেখক, প্রকাশক সবাইকে হতে হবে দায়িত্ববান।

সহযোগিতায় : **কাওসার খান**